[সমনম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
বাংলাদেশ রেলওয়ে
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম-৪২০২।
ফোন: +৮৮ ০৩১ ৬৫৯৬০৪, ই-মেইল: ccspht@railway.gov.bd

আরপিও নং ২৪৬ তারিখ: ১৫ মার্চ, ২০২১।

বিষয়: স্থানীয়/ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের ক্ষেত্র নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্র নির্ণয়ে পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৯৮ (১৭) অনুসরণ সংক্রান্ত রিভাইজড প্রসিডিউর অর্ডার (আরপিও)।

প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক (সিসিএস), পাহাড়তলীর দপ্তর হতে বৈদেশিক উৎসের পণ্য ক্রয়ে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM-ICT) বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM-NCT) অনুসরণপূর্বক দরপত্র আহবান করা হয়ে থাকে। স্থানীয় প্রস্তুতকারী/ সংযোজনকারী রয়েছে বা দেশে আমদানিকৃত (already imported) অবস্থায় পাওয়া যায় এরুপ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ দরপত্র পদ্ধতি (NCT) এবং বিদেশ হতে আমদানিপূর্বক সরবরাহ করা হবে (to be imported) এমন ক্ষেত্রে সাধারণত: আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতি(ICT) প্রয়োগে দরপত্র আহবান করা হয়ে থাকে। সকল ক্ষেত্রে দরপত্র আহবানের পূর্বে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (HOPE) বা তাঁর মনোনীত কর্মকর্তা (AO) কর্তৃক দরপত্র পদ্ধতি অনুমোদন গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত না থাকায় স্থানীয় দরপত্র পদ্ধতি (NCT) নাকি আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতি (ICT) অনুসরণ করা হবে তা নিয়ে কোন কোন সময় দ্বিধা (confusion) সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ দরপত্র পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধাসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলো।

২। প্রতিটি দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়কারীর জন্য কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা বা ঝুঁকি (risk) রয়েছে। নিম্নে অভ্যন্তরীণ দরপত্র পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলো:

অভ্যন্তরীণ/স্থানীয় দরপত্র পদ্ধতি (NCT) **প্রয়োগে ক্রয়ের সুবিধা**	**অভ্যন্তরীণ/ স্থানীয় দরপত্র পদ্ধতি** (NCT) **প্রয়োগে ক্রয়ের অসুবিধা**
১. সংক্ষিপ্ত সরবরাহ শৃঙ্খলযুক্ত বলে স্বল্প সময়ে সরবরাহ পাওয়া যায়। ২. সংক্ষিপ্ত সরবরাহ শৃঙ্খলযুক্ত হওয়ায় ভোক্তার পরিবর্তিত চাহিদার সাথে সহজে মানিয়ে নেয়া যায়। ৩. ক্রয় প্রক্রিয়াকরণে প্রয়াজনীয় সময় কম লাগে এবং ক্রয় প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম জটিল। ৪. ক্রয় প্রক্রিয়ায় লেনদেন সংশ্লিষ্ট দলিল ও জটিলতা কম। ৫. পরিবরহনজনিত ঝুঁকি ও ব্যয় কম, বিলম্ব কম। ৬. লিড টাইম সমন্ধে অপেক্ষাকৃত সঠিক পুর্বাভাস করা যায়। ৭. পণ্য সরবরাহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মূল্য পরিশোধ করা হয় ফল মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত অনেক কম। ৮. ট্যারিফ/নন-ট্যারিফ বাধা কম। ৯. ক্রয় ঝুঁকিসমুহ সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ১০. সরবরাহকারীগণ দেশীয় হওয়ায় তাদের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়। ১১. সরবরাহকারী ও ক্রয়কারী একই আইনী কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় আইনী অধিক্ষেত্র সংক্রান্ত কোন ইস্যু থাকে না। ১২. ভাষাগত কোন বাধা থাকে না। ফলো ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা কম থাকে। অনুবাদ সংক্রান্ত কোন ব্যয় থাকে না। ১৩. ক্রয়কারী ও সরবরাহকারীর মধ্যে সংস্কৃতগত পার্থক্য খুবই সামান্য। ১৪. অভ্যন্তরীণ দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি পোর্টালে দরপত্র প্রক্রিয়া করা যায়।	১. স্থানীয় ক্রয়ের সুবিধা অনেক থাকলেও, কিছু অসুবিধাও রয়েছে। অনেক সময় ভোক্তার প্রয়োজন/ চাহিদা / স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী পণ্য দেশীয় বাজারে পাওয়া যায় না। ২. ডিজিটালাইজেশন ও গ্লোবলাইজেশনের ফলে দেশের জনগণ এখন উন্নত দেশের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পণ্য ও সেবা পেতে আগ্রহী। কিন্তু স্থানীয়ভাবে প্রতিযোগিতমূলক দরে এই ক্রয় করা সম্ভব হয় না। ৩. ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে দেশীয় প্রস্তুতকারীর পণ্যের চেয়ে মানসম্পন্ন বিদেশী পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে সহজলভ্য।
আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতি (ICT) **প্রয়োগে ক্রয়ের সুবিধা**	**আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতি** (ICT) **প্রয়োগে ক্রয়ের অসুবিধা**
১. কোন দেশই শতকরা শতভাগ (১০০%) স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। কাজেই দেশে উৎপাদিত হয় না এমন সঠিক গুণগত মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ে আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই। ২. দেশে এবং বিদেশে উভয় উৎস হতে প্রাপ্তিযোগ্য এমন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমেই সর্বোৎকৃষ্ট ক্রয় নিশ্চিত করা যায়। ৩. মূল্য ও পণ্যমানের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হয়।	১. ক্রয়কারী ও সরবরাহকারীর মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত, আইনগত, টাইমজোন, মুদ্রা ও বিনিময় হার, পণ্যের স্টান্ডার্ড ও স্পেশিফিকেশন ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য থাকায় আন্তর্জাতিক ক্রয় মজ্জাগতভাবে/ সহজাতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ (inherently risky)। ২. দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত সরবরাহ হওয়ায় লিড টাইম অনেক বেশী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকায় লিড টাইম সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস করাও সম্ভবপর হয় না। ৩. পণ্য ক্রয়কারি কর্তৃক বুঝে নেওয়ার পূর্বেই ব্যাংকের লেটার অব ক্রেডিট (এলসি) এর শর্ত অনুযায়ী অধিকাংশ মুল্য পরিশোধ করা হয়। তাই এক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত ঝুঁকি বেশী। ৪. আন্তর্জাতিক ক্রয়ে ক্রয়করী এবং সরবরাহকারী উভয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকি থাকায় এ পদ্ধতিতে ডকুমেন্টেশন অনেক বেশী । তাই পুরো ক্রয় প্রক্রিয়া অধিক জটিল । ফলে এতে সময় ও প্রশাসনিক ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অধিক । ৫. লিড টাইম অধিক এবংলেনদেন অধিক জটিলতা সম্পন্নন হওয়ায় স্বল্পমূল্যের দরপত্রে দরপত্র পাওয়া যায় না বা দরপত্র দাতার আগ্রহ কম থাকে। ৬. সরবরাহকারী দেশীয় না হওয়ায় তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত কম আরোপ করা যায়। এতে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক সরবরাহকারীর সাথে স্থাপিত চুক্তিপত্রের বিপরীতে ওয়ারেন্টি ক্লেইমস প্রতিষ্ঠা করা দূরূহ । ৭. ই-জিপি পোর্টালে অদ্যাবধি আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রক্রিয়া করা যায় না।

-:চলমান:-

৩। **আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর ধারা-৩৩ মোতাবেক '**–পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ে যেই ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে উহা ক্রয় করা সম্ভবপর নয় এবং বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ ব্যতিরেকে আন্তর্জাতিক কার্যকর প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা সম্ভবপর নয় মর্মে ক্রয়কারীর নিকট যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতীয়মান হয়, সেইক্ষেত্রে ক্রয়কারী .....আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে।'

৪। অভ্যন্তরীণ ক্রয় পদ্ধতি (NCT) ও আন্তর্জাতিক ক্রয় পদ্ধতি (ICT) এর সুবিধা-অসুবিধা ও ঝুঁকি পর্যালোচনাপূর্বক পিপিএ,২০০৬ এর ধারা-৩৩ এবং পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে এ বিষয়ে নিম্নরুপ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো:

৫। আন্তর্জাতিক/ অভ্যন্তরীণ দরপত্র পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করতে হবে:

(ক) **আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি:**

(i) চাহিদাকৃত পণ্যের কারিগরী বিনির্দেশ আন্তর্জাতিক মানের হলে এবং এই মানের পণ্য বাংলাদেশে প্রস্তত/ সংযোজন করা হয় না বা বাংলাদেশের বাজারে সচরাচর পাওয়া যায় না বা প্রস্তুতকারকের বাংলাদেশে কোন মনোনীত ট্রেডিং হাউস/ডিলার নেই এরুপক্ষেত্রে মুল সরবরাহকারীর স্থলে অন্য কোন প্রস্তুতকারীর যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপনযোগ্য হলে এবং ক্রয়তব্য পণ্যের জন্য এই দপ্তরে কোন প্রাকযোগ্য অনুমোদিত সম্ভাব্য সরবরাহকারী/ প্রস্তুতকারক না থাকলে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগে দরপত্র আহবান করা যেতে পারে। যেমন: লোকোমোটিভ/ ক্যারেজ ও ওয়াগনের হুইল, অন্যান্য বিশেষায়িত যন্ত্রাংশ, কম্পোনেন্ট ও কারখানার কাঁচামাল, কারখানার ভারী মেশিনারিজ, ওভারহেড ক্রেণ, ইত্যাদি ক্রয়।

(ii) একসাথে অধিক পরিমাণে কোন পণ্য আন্তর্জাতিক বাজার হতে ক্রয়ে কোন সুবিধাজনক শর্তে ক্রয়ের সুযোগ থাকলে।

(খ) **আন্তর্জাতিক সীমিত দরপত্র পদ্ধতি:**

চাহিদাকৃত পণ্যের কারিগরী বিনির্দেশ আন্তর্জাতিক মানের হলে এবং এই মানের পণ্য বাংলাদেশে সচরাচর প্রস্তত/ সংযোজন করা হয় না, তবে বিসিক নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশের কোন প্রস্তুতকারী কর্তৃক বাংলাদেশ রেলওয়ের চাহিদানুযায়ী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে এরুপক্ষেত্রে মুল সরবরাহকারীর স্থলে অন্য কোন প্রস্তুতকারীর যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপনযোগ্য হলে এবং ক্রয়তব্য পণ্যের জন্য এই দপ্তরে একাধিক বৈদেশিক/স্থানীয় প্রাকযোগ্য অনুমোদিত সম্ভাব্য সরবরাহকারী/ প্রস্তুতকারক থাকলে পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৬৩(১)(ক) এর আওতায় আন্তর্জাতিক সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগে দরপত্র আহবান করা যেতে পারে। যেমন: ডেমুর বা লোকোমোটিভের বিশেষায়িত খুচরা যন্ত্রাংশ বা রোলিং স্টকের বিয়ারিং যার কোন বিস্তারিত বিনির্দেশ প্রাপ্তি সাধ্য নয়।

(গ) **অভ্যন্তরীণ সীমিত দরপত্র পদ্ধতি:**

(i) চাহিদাকৃত পণ্যের কারিগরী বিনির্দেশ আন্তর্জাতিক মানের হলে এবং এই মানের পণ্য বাংলাদেশে সচরাচর প্রস্তত/ সংযোজন করা হয় না, তবে বিসিক নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশের কোন প্রস্তুতকারী কর্তৃক বাংলাদেশ রেলওয়ের চাহিদানুযায়ী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে এরুপক্ষেত্রে মুল সরবরাহকারীর স্থলে অন্য কোন প্রস্তুতকারীর যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপনযোগ্য হলে এবং ক্রয়তব্য পণ্যের জন্য এই দপ্তরে তিন বা ততোধিক স্থানীয় প্রাকযোগ্য অনুমোদিত সম্ভাব্য সরবরাহকারী/ প্রস্তুতকারক থাকলে থাকলে পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৬৩(১)(ক) এর আওতায় আন্তর্জাতিক সীমিত দরপত্র পদ্ধতির পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগে দরপত্র আহবান করা যেতে পারে।

(ii) চাহিদাকৃত পণ্যের কারিগরী বিনির্দেশ আন্তর্জাতিক মানের হলে এবং এই মানের পণ্য বাংলাদেশে সচরাচর প্রস্তত/ সংযোজন করা হয় না, এরুপক্ষেত্রে মুল সরবরাহকারীর স্থলে অন্য কোন প্রস্তুতকারীর যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপনযোগ্য হলে এবং ক্রয়তব্য পণ্যের জন্য এই দপ্তরে একাধিক বৈদেশিক/স্থানীয় প্রাকযোগ্য অনুমোদিত সম্ভাব্য সরবরাহকারী/ প্রস্তুতকারক থাকলে পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৬৩(১)(ক) এর আওতায় অনুমোদিত আন্তর্জাতিক সরবরাহকারীগণের স্থানীয় প্রতিনিধিগণের নিকট হতে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগে দরপত্র আহবান করা যেতে পারে। তবে শর্ত থাকে যে, স্থানীয় প্রতিনিধিগণকে অবশ্যই অনুমোদিত প্রস্তুতকারীগণের নিকট হতে যন্ত্রাংশ/পণ্য অফার করতে হবে এবং মালামাল সরবরাহের সময় আমদানী সংক্রান্ত দলিলও দাখিল করতে হবে।

(iii) পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৬৩ (১) (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ) এর বর্ণিত ক্ষেত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে বিধি অনুযায়ী HOPE বা তাঁর মনোনীত কর্মকর্তা (AO) এর পূর্বানুমোদনক্রমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে।

(ঘ) **অন্যান্য দরপত্র পদ্ধতি:** উপরিউক্ত ক্ষেত্র বা অন্যান্য ক্ষেত্রে পিপিআর, ২০০৮ এ বর্ণিত অন্য কোন ক্রয় পদ্ধতি বিশেষ কোন ক্রয় কাজের জন্য অধিক যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হলে বিধি অনুযায়ী HOPE বা তাঁর মনোনীত কর্মকর্তা (AO) এর পূর্বানুমোদনক্রমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ঙ) সকল ক্ষেত্রে পিপিআর, ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

(চ) মহাপরিচালকের দপ্তরের যন্ত্রকৌশল শাখা হতে জারীকৃত যন্ত্রাংশের ক্যাটাগরী নির্ধারণ এবং কোন ক্যাটাগরীর শর্ত পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক/ অভ্যন্তরীণ দরপত্র আহবান করা যাবে।

৬। **আন্তর্জাতিক দরপত্রের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত ব্যয় নির্ধারণ**: সিসিএস দপ্তরের আন্তর্জাতিক দরপত্রে কিছু ক্ষেত্রে বৈদেশিক এবং স্থানীয় উভয় প্রকার দরপত্রদাতা অংশগ্রহণ করে থাকেন। এরুপক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্র নির্ণয় করার জন্য পিপিআর, ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি-৯৮(১৭) অনুসরণ করতে হবে।

৭। পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৯৮(১৭) এর সংস্থান নিম্নরুপ:

(ক) দরপত্র দলিলে উল্লিখিত মূল্যায়নের সকল নির্ণায়ক বিবেচনা করতে হবে;

(খ) জাতীয় পর্যায়ে ক্রয়ের অধীন পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য ও ভৌত সেবার ক্ষেত্রে, দরপত্র মূল্যে প্রযোজ্য কর, শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে;

(গ) আন্তর্জাতিক ক্রয়ের অধীন আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে সিআইএফ ভিত্তিতে প্রদত্ত দরপত্রে প্রযোজ্য শুল্ক, কর ও মূল্য সংযোজন কর বাদ দিতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যয় যোগ করতে হবে, তবে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে শুধু মূল্য সংযোজন করা বাদ দিতে হবে; এবং

(ঘ) মূল্য ব্যতীত মূল্যায়নের নির্ণায়কসমূহের বিচ্যুতি দরপত্রদাতাদের প্রতি নির্দেশনা অনুসরণক্রমে আর্থিকভাবে পরিমাপ করতে হবে।

-:চলমান:-

৮। অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী উদাহরণস্বরুপ ধরা যাক, কোন পণ্য ক্রয়ের জন্য CFR/CTG ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। পণ্যটির শেষ গন্তব্যস্থল (সরবরাহকারীর দায়িত্বে) পরিদর্শন/শিপিং ডিপো, পাহাড়তলী। দরপত্রে ৩জন দরদাতা অংশগ্রহণ করেছেন। দরপত্রদাতা-এ, বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য ফ্রি/পাহাড়তলী ভিত্তিতে, দরপত্রদাতা-বি, চীনে উৎপাদিত পণ্য CFR/CTG ভিত্তিতে এবং দরপত্রদাতা-সি, চীনে উৎপাদিত পণ্য, ইতোপূর্বে আমদানীকৃত, ফ্রি/পাহাড়তী ভিত্তিতে দর উদ্ধৃত করে দরপত্র দাখিল করেছেন।

দরপত্রদাতাগণের মূল্য উদ্ধৃতি নিম্নরুপ:

ক্র. নং	দরপত্রদাতার নাম	পণ্যের উৎস	মোট উদ্ধৃত মূল্য	বিধি-৯৮(১৭) অনুযায়ী মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য মূল্য
১।	*Tenderer- A, Bangladesh*	*Goods, manufactured within Bangladesh*	**Price schedule Form PG4-3A** *(ক) পণ্য মূল্য =BDT 3,81,00,000.00 (EXW)* *(খ) অভ্যন্তরীণ পরিবহন, বীমা ইত্যাদি= BDT 3,00,000.00* *(গ) ভ্যাট= BDT 57,60,000.00* ***মোট : (ক)+(খ)+(গ)=BDT 4,41,60,000.00 (Free/PHT)***	*গন্তব্যস্থলে (পাহাড়তলী) পৌঁছানো পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ পরিবহন, বীমা ইত্যাদিসহ কিন্তু প্রযোজ্য ভ্যাট বাদে উদ্ধৃত মুল্য=(ক)+(খ)* ***=BDT 3,84,00,000.00***
২।	*Tenderer- B, China*	*Goods, manufactured outside Bangladesh, to be imported)*	**Price schedule Form PG4-3B** *(ক) পণ্য মূল্য =USD 394,200.00* *(খ) অভ্যন্তরীণ পরিবহন, বীমা ইত্যাদি= BDT 335,070.00* *(গ) ভ্যাট=BDT 50,260.50* ***মোট : (ক)+(খ)+(গ)*** ***=USD 394,200.00 (CFR/CTG)+ BDT 385,330.50** (local transportation, Insurance etc. up to PHT and applicable VAT)* ***Or equivalent=(**394,200 .00X 85.00 +3,35,070.00 +50,260.50)=BDT 3,38,92,330.50***	***If there is no Domestic Preference**,* *গন্তব্যস্থলে (পাহাড়তলী) পৌঁছানো অভ্যন্তরীণ পরিবহন, বীমা ইত্যাদিসহ কিন্তু প্রযোজ্য শুল্ককর, ভ্যাট বাদে উদ্ধৃত মুল্য=(ক)+(খ)* ***=USD 394,200.00+ BDT 335,070.00*** ***Or equivalent=(**394,200 .00X 85.00 +3,,35,070.00)=BDT 3,38,42,070.00*** ***If there is 15% Domestic Preference,*** *=USD 394,200.00+ 15% of USD 394,200.00 + BDT 335,070.00* ***Or BDT 3,88,68,120.00***
৩।	*Tenderer-C, China*	*Goods, manufactured outside Bangladesh, already imported*	**Price schedule Form PG4-3B** *(ক) পণ্য মূল্য, পরিশোধিত শুল্ককরসহ= BDT 4,50,00,000.00* *(খ) পরশোধিত শুল্ককর=BDT 1,16,70,000.00* *(গ) পণ্য মূল্য, পরিশোধিত শুল্ককর ব্যাতীত= BDT 3,33,30,000.00* *(ঘ) অভ্যন্তরীণ পরিবহন, বীমা ইত্যাদি= BDT 300,000.00* *(ঙ) ভ্যাট ১৫%, (ঘ) এর উপর= BDT 45,000.00* ***মোট : (ক)+(ঘ)+(ঙ)=BDT 4,53,45,000.00 (Free/PHT)***	***If there is no Domestic Preference**,* *গন্তব্যস্থলে (পাহাড়তলী) পৌঁছানো অভ্যন্তরীণ পরিবহন, বীমা ইত্যাদিসহ কিন্তু পরিশোধিত শুল্ককর, ভ্যাট বাদে উদ্ধৃত মুল্য=(গ)+(ঘ)* ***BDT 3,36,30,000.00*** ***If there is 15% Domestic Preference,*** *=BDT 3,33,30,000.00+ 15% of BDT 3,33,30,000.00+ BDT 300,000.00* ***Or BDT 3,86,29,500.00***

৯। **এক্ষেত্রে পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৯৮(১৭) অনুযায়ী,**

(ক) দরপত্রে স্থানীয় অগ্রাধিকার প্রদানের শর্ত না থাকলে, Tenderer –C এর দরপত্রটি সর্বনিম্ন মূল্যায়িত ব্যয় (***BDT 3,36,30,000.00)*** সম্বলিত দরপত্র বিবেচিত হবে এবং চুক্তিমূল্য হবে ***BDT 4,53,45,000.00*** /

(খ) দরপত্রে , ১৫% স্থানীয় অগ্রাধিকার প্রদানের শর্ত থাকলে, Tenderer –A এর দরপত্রটি সর্বনিম্ন মূল্যায়িত ব্যয় (***BDT 3,84,00,000.00)*** সম্বলিত দরপত্র বিবেচিত হবে এবং চুক্তিমূল্য হবে ***BDT 4,41,60,000.00***।

(গ) দরপত্রে Tenderer- A অংশগ্রহণ না করলে বা অগ্রহণযোগ্য (non-responsive) বিবেচিত হলে , Tenderer –B এর দরপত্রটি সর্বনিম্ন মূল্যায়িত ব্যয় (***BDT 3,84,00,000.00)*** সম্বলিত দরপত্র বিবেচিত হবে এবং চুক্তিমূল্য হবে ***USD 394,200.00 (CFR/ CTG) + BDT 385,330.50*** *(local transportation, Insurance etc. up to PHT and applicable VAT)* বা সমতুল্য ***=BDT 3,38,92,330.50*** ।

১০। এমতাবস্থায়, দরপত্র পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আরপিও-এর অনুচ্ছেদ ৫ এ উল্লিখিত নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক দরপত্রের সর্বনিম্ন মূল্যায়িত ব্যয় নির্ণয়ের জন্য পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৯৮(১৭) মোতাবেক অনুচ্ছেদ ৬ অনুসরণ করতে হবে।

১১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় অনুমোদনক্রমে এই আরপিও জারী করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(রুহুল কাদের আজাদ)
প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ রেলওয়ে

-:চলমান:-

নং সিসিএস/পার/পলিসি/২০১১ তারিখ: ১৫ মার্চ, ২০২১।

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) সদয় অবগতি ও অধীন দপ্তরসমূহকে অবহিত করাসহ প্রয়োজনীয় সদয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

১। অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী।
২। প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম/ লোকো), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী।
৩। প্রধান প্রকৌশলী(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ঢাকা।
৪। প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম/টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ঢাকা।
৫। প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী।
৬। প্রধান পরিচালন তত্ত্বাবধায়ক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী।
৭। রেক্টর, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমি, হালিশহর, চট্টগ্রাম।
৮। প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৯। সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী।
১০। প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী।
১১। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী।
১২। প্রধান কমান্ডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী।
১৩। প্রধান সংস্থাপন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী।

নং সিসিএস/পার/পলিসি/২০১১ তারিখ: ১৫ মার্চ , ২০২১।

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) অবগতি ও অনুসরণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

১। পরিচালক, ইনভেন্টরি কন্ট্রোল, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম।
২। বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (কারখানা), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ সৈয়দপুর।
৩। প্রধান নির্বাহী (কেলোকা), বাংলাদেশ রেলওয়ে, পার্বতীপুর।
৪। পরিচালক (লোকো মেইন্ট), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক (ক্রয়), বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী।
৬। কর্ম-ব্যবস্থাপক (নির্মাণ), ক্যারেজ ও ওয়াগণ কারখানা, পাহাড়তলী।
৭। কর্ম-ব্যবস্থাপক/ উৎপাদন প্রকৌশলী, সৈয়দপুর।
৮। কর্ম-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন/মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ), কেলোকা/পাহাড়তলী/ পার্বতীপুর।
৯। কর্ম-ব্যবস্থাপক/ উৎপাদন প্রকৌশলী, সৈয়দপুর।
১০। কর্ম-ব্যবস্থাপক (ডিজেল), পাহাড়তলী/ ঢাকা/ পার্বতীপুর।
১১। বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রককৌশলী (লোকো), চট্টগ্রাম/ঢাকা/পাকশী/লালমনিরহাট।
১২। বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম/ঢাকা/পাকশী/লালমনিরহাট/সৈয়দপুর।
১৩। বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম/ঢাকা/পাকশী/লালমনিরহাট/সৈয়দপুর।
১৪। বিভাগীয় প্রকৌশলী (সকল), চট্টগ্রাম/ঢাকা/পাকশী/লালমনিরহাট।
১৫। বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম/ঢাকা/পাকশী/লালমনিরহাট।
১৬। বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম/ঢাকা/পাকশী/লালমনিরহাট।
১৭। উপ-পরিচালক (ইনভেন্টরি কন্ট্রোল), সিআরবি, চট্টগ্রাম।
১৮। জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক (সার্বিক/ডিপো/পরিদর্শন/শিপিং/কেলোকা/ক্রয়-১/ক্রয়-২), পাহাড়তলী/পার্বতীপুর/সৈয়দপুর।
১৯। সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী (ইনচার্জ), সৈয়দপুর।
২০। সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, (জিইআর/ কারখানা/এসিটিএল), চট্টগ্রাম।
২১। সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক (সদর/ প্রিন্টিং/ডিপো/পরিদর্শন/ কেলোকা/ ক্রয়-১/ ক্রয়-২/ ক্রয়-৪/ ডিজেল/ শিপিং/ জেটি), পাহাড়তলী/ ঢাকা/ পাবর্তীপুর/ সৈয়দপুর।
২২। প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/ সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (সরঞ্জাম), বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমি, হালিশহর, চট্টগ্রাম।
২৩। এএও (পি ও জি), এই দপ্তর।

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতি:মহাপরিচালক (অবকাঠামো/রোলিং স্টক/ অপারেশন/ এমএন্ডসিপি/ অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী।
৪। বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম), রেলভবন, ঢাকা-কে আরপিও-টি রেলওয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড এবং স্থায়ীভবে সংরক্ষণের অনুরোধসহ সফটকপি ই-মেইলে প্রেরণ করা হলো।

১৫।৩।২১

(রুহুল কাদের আজাদ)
প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ রেলওয়ে

:সমাপ্ত: